অধ্যায় ৩৫

ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা
[Indian Democratic System]

অধ্যায়সূচী

∬ ① ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ② আর্থসামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গণতন্ত্র ③ ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে প্রতিবন্ধকতাসমূহ ④ ভারতে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ ও মাত্রাসমূহ ⑤ ভারতে গণতন্ত্র ও উন্নয়ন ∬

৩৫.১ ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা (Democratic System of India)

ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের শাসনব্যবস্থা কেবল গণতান্ত্রিক নয়, প্রজাতান্ত্রিকও বটে। ভারতে প্রতিনিধিমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সাংবিধানিক ও রাজনীতিক ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। সংবিধানের ৩২৬ ধারায় সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। জাতি, ধর্ম, বংশ, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক আঠার বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এই গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিক অধিকার ভোগ করতে পারে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলি ইতিবাচক দিক সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক।

সংসদীয় গণতন্ত্র ∬ ভারতে গ্রেটব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অনুকরণে সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এই শাসনব্যবস্থায় জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পার্লামেন্ট গঠিত হয় এবং দেশের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতের শাসনকার্য জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এই মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে পার্লামেন্টের কাছে এবং পরোক্ষভাবে জনসাধারণের কাছে দায়িত্বশীল থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি। তিনি জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সংবিধানে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা আইনত রাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি বাস্তবে শাসনকার্য পরিচালনা করেন না। কেবল তাঁর নামেই শাসনকার্য পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভাই হল প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটেনের মত ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ আছে। বর্তমানে (১৯৭৬) ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রাণীর মত ভারতের রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রিসভার পরামর্শমত কাজ করতে হয়। মন্ত্রিসভার পরামর্শই শাসন-বিভাগীয় নির্দেশে রূপান্তরিত হয় এবং বলবৎ হয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে মন্ত্রিসভাই শাসনকার্য পরিচালনা করে। ভারতে কেন্দ্রের মত অঙ্গরাজ্যগুলিতেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বশীলতা ∬ ভারতে প্রধানমন্ত্রী সমেত মন্ত্রিসভার সকল সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বা জোটের সদস্যদের ভিতর থেকে নিযুক্ত হন। মন্ত্রিসভা সরকারী নীতি ও কাজকর্মের জন্য সংসদের কাছে, বিশেষত নিম্নকক্ষ লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। লোকসভার কাছে মন্ত্রিসভার এই দায়িত্বের প্রকৃতি হল যৌথ। মন্ত্রিসভার সকল সিদ্ধান্ত ও কাজের জন্য সকল মন্ত্রী সমষ্টিগতভাবে বা যৌথভাবে দায়ী। মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত কোন মন্ত্রী এই দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অনাস্থা জ্ঞাপন করলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। ভারতে কেন্দ্রে এবং অঙ্গরাজ্যগুলিতে মন্ত্রিসভাকে এই যৌথ দায়িত্বশীলতার নীতি অনুসরণ করে চলতে হয়।

মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার স্বীকৃতি এবং গণতন্ত্রের ভিত্তি ∬ ভারতের মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মোপলব্ধির স্বার্থে সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে কতকগুলি মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভারতে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতার অধিকার গণতন্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। স্বাধীনতার অধিকার ছাড়া ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। আবার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যতিরেকে সুনাগরিক সৃষ্টি হতে পারে না। এবং সুনাগরিকই হল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাফল্যের মূল শর্ত। এই কারণে স্বাধীনতার অধিকারের উপর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এ প্রসঙ্গে পাইলি (M.V. Pylee) মন্তব্য করেছেন : "The very test of a democratic society is the extent to which these freedoms are enjoyed by the citizens in general." ভারতের সংবিধান-রচয়িতারা ব্যক্তির মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। এই কারণে সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই ভারতীয় নাগরিকদের জন্য স্বাধীনতার

Scanned with CamScanner

অধিকার সংরক্ষণের সাধু সংকল্প ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ে ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে ভারতীয়দের জন্য বিবিধ মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্য ও স্বাধীনতা হল গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান। এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে যথার্থ গণতন্ত্রের মহান ইমারতের ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে গণ্য করা হয়। ভারতের সংবিধানে এই স্বাধীনতার অধিকারকে স্বীকার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আইনের অনুশাসন ও বিচার-বিভাগীয় সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশবাসীর অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানের ৩২ ধারা অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট এবং ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্ট নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ভারতের সংবিধান এইভাবে ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়ে তুলেছে।

বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা : গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য বিবেচিত হয়। একমাত্র স্বাধীন ও নির্ভীক বিচারব্যবস্থাই নাগরিকদের অধিকার ও স্বাধীনতাকে সুরক্ষিত করে এবং অধিকারের ভোগকে সুনিশ্চিত করে। ভারতে বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যাপারে সংবিধান-রচয়িতাদের আন্তরিকতা অনস্বীকার্য। নির্ভীক ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা ব্যতিরেকে সভ্য ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অসম্ভব। উদারনীতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম অনুমান হিসাবে বিচারব্যবস্থা ও বিচারপতিদের নির্ভীকতা ও স্বাধীনতার উপর জোর দেওয়া হয়। স্বাধীন ও নির্ভীক বিচার ব্যবস্থা নাগরিক-স্বাধীনতা, আইনের অনুশাসন, সর্বোপরি উদারনীতিক গণতন্ত্রের স্বার্থে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বলতে প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রকে বোঝায়। এ ধরনের শাসনব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এই কারণে এখনকার প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রের অন্যতম স্বীকৃত মূল নীতি হল সংখ্যালঘুর নিরাপত্তা বিধান। ভারতের বিচার-বিভাগকে নির্ভীক নিরপেক্ষ ও স্বাধীন করার জন্য সংবিধানে সহায়ক বিধিব্যবস্থাদি অবলম্বন করা হয়েছে। বিচারপতিদের নিয়োগ, যোগ্যতা, কার্যকাল ও পদচ্যুতি, বেতন-ভাতা প্রভৃতি বিষয়ে ভারতের সংবিধানে উপযুক্ত উপায়-পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

নির্দেশমূলক নীতি ও আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ।। ভারতে সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য সংবিধানের চতুর্থ অধ্যায়ে কতকগুলি সামাজিক ও আর্থনীতিক মৌলিক নীতি উল্লেখ করা হয়েছে। এই নীতিগুলির নাম দেওয়া হয়েছে 'রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশমূলক নীতিসমূহ' (Directive Principles of State Policy)। সংবিধানের তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকারগুলি রাজনীতিক গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করেছে; কিন্তু সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে নি। মৌলিক অধিকারসমূহের এই অপূর্ণতা দূর করে সামাজিক ন্যায় ও আর্থনীতিক সাম্যের ভিত্তিতে একটি পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মহান উদ্দেশ্য এই নীতিগুলির মধ্যে নিহিত আছে। জোহারী এ বিষয়ে বলেছেন : "While Part III of our Constitution lays the foundations of political democracy in the country Part IV contains a set of positive directions spelling out the charter of social and economic democracy." বস্তুত চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিগুলি হল স্বাধীন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। অধ্যাপক পাইলি এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "These principles lay down the foundations on which a new democratic India will be built up."

ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গণতন্ত্র ।। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। অনেকে গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসাবে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন। এই কারণে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে উঠে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে। গণতান্ত্রিক অধিকারকে স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ কার্যকর হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। আবার গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। আগরওয়াল (R.N. Aggarwal) তাঁর *National Movements and Consti-tutional Development in India* শীর্ষক গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন : "Such bodies serve as cradles of Democracy. Democracy can hardly succeed in a country where the people have not learnt to run their local affairs themselves." আবার স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিই সাম্য ও স্বাধীনতার পরিবেশকে সুনিশ্চিত করে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণ রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। এ ক্ষেত্রে স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে সহায়ক। ব্রাইস (Bryce) যথার্থই বলেছেন : "গণতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আবশ্যক" (Democracy needs local self-government as its foundation.")। স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘটে। জনসাধারণ স্থানীয় শাসনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের ব্যাপক সুযোগ পায়। তার ফলে সকলের রাজনীতিক জ্ঞান ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধি পায়। ভারতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ গড়ে তোলা

Scanned with CamScanner

হয়েছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েতীরাজ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। এবং পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। এইভাবে ভারতে রাজনীতিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ সম্পাদিত হয়েছে এবং প্রাচীন ভারতের স্বায়ত্তশাসনকে সংরক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের মানুষ সরাসরি কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে এবং প্রশাসনিক সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। এইভাবে মানুষের রাজনীতিক বিচক্ষণতা বিকশিত হয় এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের পথ সুগম হয়।

আর্থনীতিক গণতন্ত্র // ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র বলতে রাষ্ট্রনীতিক গণতন্ত্র ছাড়াও সামাজিক ও আর্থনীতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে বোঝায়। আর্থনীতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য। আর্থনীতিক সাম্য ছাড়া রাষ্ট্রনীতিক ও সামাজিক গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর *Nationalism* শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছে : "Democracy in the political sphere has really no meaning unless it is accompanied by democracy in the social economic and spiritual spheres." ভারতের সংবিধানে আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রসারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার আদর্শ গৃহীত হয়েছে। দাবি করা হয় যে ব্যাপক অর্থেও গণতন্ত্রকে রূপায়ণের পরিকল্পনা ভারতের সংবিধানে করা হয়েছে। সমাজজীবনের সকল ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতিষ্ঠাই হল ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র। পণ্ডিত নেহরু বলেছেন: "If there is economic inequality in the country all the political democracy and all the adult suffrage in the world cannot bring about real democracy." ভারতের সংবিধানে আর্থনীতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ স্বীকৃত হয়েছে। জওহরলাল নেহরু, ডঃ আম্‌বেদ্‌কর প্রমুখ ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতা ভারতে রাজনীতিক গণতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক ও আর্থনীতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। আমবেদ্‌কর (Dr. Ambedkar) বলেছেন : " We have established political democracy, it is a desire that we will lay down as our ideal economic democracy." সংবিধানে তৃতীয় অধ্যায়ের মৌলিক অধিকার এবং চতুর্থ অধ্যায়ের নির্দেশমূলক নীতিসমূহকে একযোগে ব্যাখ্যা করলে বোঝা যায় যে ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা রাজনীতিক, আর্থনীতিক ও সামাজিক গণতন্ত্রের সমন্বয়ের ভিত্তিতে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রকর্ণধাররাও ভারতীয় রাজনীতিক ব্যবস্থার আর্থনীতিক গণতন্ত্রীকরণের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। ভারত সরকারের উদ্দেশ্য হল এদেশে গণতান্ত্রিক সমাজবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা। দেশ ও দেশবাসীর আর্থনীতিক বিকাশ ব্যতিরেকে যথার্থ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হতে পারে না। আর্থনীতিক সাম্য ব্যতিরেকে রাজনীতিক সাম্য নিতান্তই অর্থহীন। এবং আর্থনীতিক সাম্য ও আর্থনীতিক উন্নয়নের স্বার্থে ভারতে পরিকল্পিত অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে আর্থনীতিক গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগ-আয়োজন গ্রহণ করা হয়েছে। তা ছাড়া অনুন্নত ও অনগ্রসর শ্রেণীর স্বার্থে সংবিধানে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

নির্বাচন ও ভারতীয় গণতন্ত্র // নির্বাচন হল আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি । সুষ্ঠু নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমেই গণতন্ত্রের স্বরূপ বজায় থাকে। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই সরকার দেশ ও দেশবাসীকে শাসন করার অধিকার অর্জন করে। পট্টভিরাম (M. Pottaviram) তাঁর *General Election in India, 1967* শীর্ষক রচনায় মন্তব্য করেছেন : "It is elections that give legitimacy or a valid title to rule to Government in a democracy". জনসাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পায়। আবার নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ এবং রাজনীতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। গণতন্ত্রে ভোটাধিকারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থে নির্বাচন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হওয়া দরকার। অন্যথায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দূষিত হয়ে পড়বে। পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু (H. N. Kunzru) এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : "If the electoral machinery is defective, or is not efficient, or is worked by people whose integrity cannot be depended upon, democracy will be poisoned at the source." নির্বাচন হবে সুষ্ঠু ও অবাধ। তারজন্য দরকার স্বাধীন, নিরপেক্ষ এবং পক্ষপাতহীন নির্বাচন ব্যবস্থা। সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্নভাবে নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালিত হলে জনসাধারণ তাদের সার্বভৌম ইচ্ছাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করতে পারে। অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতি থাকতে হবে। তা হলেই জনসাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ পাবে। তার ফলে নির্বাচনে অংশগ্রহণের হার বাড়বে এবং নির্বাচন ও গণতন্ত্র অর্থবহ হয়ে উঠবে। ভারতীয় সংবিধানের রচয়িতারা এ বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। এই কারণে নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব আইন-বিভাগ বা শাসন-বিভাগের হাতে ন্যস্ত করা হয়নি। নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন সংস্থার উপর। সংবিধানেই এই সংস্থা সম্পর্কিত নিয়মকানুন বিস্তারিতভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্বের যাতে অনুপ্রবেশ না ঘটে সে

Scanned with CamScanner

বিষয়ে সংবিধান রচয়িতারা বিশেষভাবে সতর্ক ছিলেন। এই কারণে ভারতের সংবিধানে পৃথকভাবে ও গুরুত্বসহকারে নির্বাচনের নিয়মকানুন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রকৃত প্রস্তাবে নির্বাচন সম্পর্কিত বিধিব্যবস্থার ব্যাপারে সংবিধান-রচয়িতাদের দুশ্চিন্তা ও আন্তরিকতা ছিল অত্যন্ত বেশী।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও গণতন্ত্র // যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং গণমাধ্যমসমূহের বিকাশ ও বিস্তার গণতন্ত্রের সাফল্যের স্বার্থে আবশ্যক বিবেচিত হয়। সুস্থ ও সদাজাগ্রত জনমতই হল গণতন্ত্রের সাফল্যের মূল মন্ত্র। জনমত হল গণতন্ত্রের প্রাণস্বরূপ। সুসংগঠিত ও সদাজাগ্রত জনমত ছাড়া গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখা যায় না। এই জনমত গঠন ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রপত্রিকা, বেতার-চলচ্চিত্র, দূরদর্শন প্রভৃতি গণ-মাধ্যমসমূহের সদর্থক ভূমিকা অপরিহার্য প্রতিপন্ন হয়। গণতন্ত্রে গণমাধ্যম সমূহের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তবে গণ-মাধ্যমসমূহের ভূমিকা হবে নির্ভীক-নিরপেক্ষ এবং স্বাধীন। সংবাদ পরিবেশন এবং সরকারের সমালোচনার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমসমূহের উদ্দেশ্য হবে সত্য ঘটনাকে অবিকৃতভাবে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা। এবং এই কারণে গণ-মাধ্যমসমূহ সরকারী, দলীয়, ব্যক্তিগত প্রভৃতি সকল রকম নিয়ন্ত্রণের ঊর্ধ্বে থাকা আবশ্যক। গণ-মাধ্যমগুলি জনসাধারণের মধ্যে রাজনীতিক শিক্ষা ও বিচক্ষণতার বিকাশ সাধন করে এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের পথকে সুগম করে। এ ক্ষেত্রে সহায়ক সুযোগ-সুবিধা ও অনুকূল পরিবেশ বর্তমান। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা-ঘাট, রেল-বাস এবং ডাক ও তার প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তারও এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য বিবেচিত হয়। এবং স্বাধীন ভারতে এই সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিস্তারের ক্ষেত্রে অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছে। এ বিষয়ে বিরোধ-বিতর্কের অবকাশ নেই।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা ও গণতন্ত্র // রাজনীতিক সমাজবিজ্ঞানীদের অনেকের অভিমত অনুযায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার সাফল্যের স্বার্থে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশের উপর বিশেষ জোর দেওয়া দরকার। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সুষম বিকাশ ও বিস্তারের ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদর্থক ভূমিকার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানব জাতির ইতিহাসের পর্যালোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয় যে, মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে দেশ-কাল নির্বিশেষে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীই সব সময় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। ভারত ও ভারতবাসীর ইতিহাসও এ ক্ষেত্রে কোন রকম ব্যতিক্রম নয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উদ্যোগী ভূমিকায় দেখা গেছে। স্বাধীন ভারতেও এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভূমিকা সব সময়ই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশ ও বিস্তারের সহায়ক বা অনুপন্থী হয়েছে।

রাজনীতিক দল ও গণতন্ত্র // আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজনীতিক দলের অস্তিত্ব অপরিহার্য। দলপ্রথা ব্যতিরেকে বর্তমানে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কথা চিন্তা করা যায় না। রাজনীতিক দলই আধুনিক গণতন্ত্রের প্রাণসঞ্চার করে। ব্যক্তিমানুষের রাজনীতিক দাবিদাওয়া ব্যক্ত হওয়ার যথাযথ ব্যবস্থা ব্যতিরেকে গণতন্ত্র বিকশিত ও সদর্থক হতে পারে না। এবং ব্যক্তিবর্গের রাজনীতিক দাবিদাওয়াকে সংগঠিত ও প্রকাশিত করার জন্য রাজনীতিক দল গঠনের সুযোগ-সুবিধা বা স্বাধীনতা থাকা দরকার। ফাইনার (Finer)-এর মতানুসারে, 'গণতন্ত্র তার আশা-নিরাশা সমেত দলব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল' ["(Democracy) rests in its hopes and doubts upon the party system. There lies political centre of gravity."]। ভারতে রাজনীতিক দল গঠন সমেত অন্যান্য রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিচালনার পরিপূর্ণ স্বাধীনতা বর্তমান। ভারতে বিভিন্ন মতাদর্শের রাজনীতিক দল আছে। জনসাধারণের সমর্থন অর্জনের ব্যাপারে এই দলগুলির উদ্যোগ-আয়োজনেও ঘাটতি নেই। ভারতে বহুদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। এ দেশে একটি রাজনীতিক দল ভেঙ্গে একাধিক রাজনীতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। তেমনি আবার একাধিক রাজনীতিক দল সংযুক্ত হয়ে একটি রাজনীতিক দল গড়ে তুলেছে। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস ভেঙ্গে একাধিক রাজনীতিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। আবার বিভিন্ন রাজনীতিক দল মিলে এক সময় জনতাদলের সৃষ্টি হয়েছে। এই জনতা দল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীনও হয়েছে। আবার সাম্প্রতিককালে একাধিক শক্তিশালী আঞ্চলিক দলের সৃষ্টি হয়েছে। সুতরাং ভারতে রাজনীতিক দলগঠন সমেত বিবিধ রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিচালনার পরিপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতিক দল বা গোষ্ঠী গঠন এবং বিদেশী রাষ্ট্রের দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিক দল ভারতে অস্বীকৃত।

৩৫.২ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় গণতন্ত্র (Socio-Economic Change and Indian Democracy)

সামাজিক পরিবর্তন // সামাজিক পরিবর্তন হল একটি সামগ্রিক অর্থবহ বিষয়। মানুষের আন্তঃমানবিক মিথস্ক্রিয়া গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। স্বভাবতই সমাজও গতিশীল ও পরিবর্তনশীল। ম্যাকাইভার ও পেজের অভিমত অনুসারে সমাজ হল জীবনপ্রবাহের একটি কালক্রম। এই সমাজের ধারণা স্থিতিশীল নয়, গতিশীল।

Scanned with CamScanner

সমাজ হল একটি বিশেষ প্রক্রিয়া, এ কোন ফলশ্রুতি নয় "Society exists only as a time-sequence. It is a becoming not a being ; a process, not a product. In other words, as soon as the process ceases, the product disappears." ডেভিসের অভিমত অনুসারে সামাজিক পরিবর্তন হল সমাজের গঠন ও কর্মধারার পরিবর্তন, এ হল সমাজের কাঠামো ও কার্যাবলীর পরিবর্তন। সামাজিক পরিবর্তন হল একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তনের কারণ নিহিত থাকে বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে। এবং সামাজিক পরিবর্তন সাধিত হয় একাধিক কারণে। পরিবর্তনের কারণসমূহ মানবসমাজের বিভিন্ন অংশে বর্তমান। এই সমস্ত অংশ পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। সকল সমাজে এবং প্রতিটি সামাজিক পরিবর্তনের পিছনে একই রকমের উপাদান উপস্থিত নাও থাকতে পারে এবং বাস্তবে থাকেও না। আবার দেশ-কাল নির্বিশেষে সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে। কিন্তু সমাজভেদে সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও মাত্রার ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও লক্ষ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদানের অস্তিত্ব ও ভূমিকা অনস্বীকার্য।

সামাজিক পরিবর্তনের কারণ বহু ও বিভিন্ন ∬ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বহু ও বিভিন্ন উপাদান ক্রিয়াশীল হয়। এই সমস্ত উপাদানকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এগুলি জৈব উপাদান, প্রযুক্তিগত উপাদান, সাংস্কৃতিক উপাদান, মনস্তাত্ত্বিক উপাদান এবং আর্থনীতিক উপাদান। ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্ত উপাদানের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক পরিবর্তনের এই সমস্ত উপাদান পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত ও সম্পর্কিত। এই সমস্ত উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। মানবসমাজের একটা সামগ্রিকতা আছে। সামাজিক পরিবর্তন সূচিত হয় একাধিক উপাদান বা বিভিন্ন কারণের সমাবেশের ফলে। এই কারণে সামাজিক পরিবর্তন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে কোন বিশেষ একটি উপাদানের আনুপাতিক গুরুত্ব বা প্রভাব স্বতন্ত্রভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

ভারতের সামাজিক পরিবর্তন ∬ ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে জটিল। কারণ এ দেশে সর্বভারতীয় মৌলিক সমাজ-সংস্কৃতির অভাব অনস্বীকার্য। বিশাল এই ভারতভূমিতে বহু ও বিভিন্ন জনসম্প্রদায়ের বসবাস। এই সমস্ত জনসম্প্রদায়ের মধ্যে জীবনধারাগত ব্যাপক পার্থক্য বর্তমান। স্বভাবতই ভারতের সামাজিক পরিবর্তনের আলোচনা অতিমাত্রায় জটিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ভারতের সামাজিক পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের সামাজিক পরিবর্তন পর্যালোচনার ক্ষেত্রে আর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহের পর্যালোচনা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ।

আর্থনীতিক উপাদান (Economic Factors) ∬ সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক উপাদান গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। অর্থব্যবস্থা হল সমাজব্যবস্থার অন্যতম সংগঠন। স্বভাবতই সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক উপাদানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন : "...the economic element is one highly important factor in the whole nexus of interactive influences which determines social phenomena." শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বব্যাপী সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক উপাদানসমূহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত আর্থনীতিক উপাদানসমূহের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পায়ন (Industrialization) ∬ আধুনিকীকরণ ও নগরায়ণের ভিত্তি হল শিল্পায়ন। শিল্পায়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতির সঙ্গে একটি দেশের উন্নতির হার বা মান আনুপাতিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। শিল্পায়ন ব্যতিরেকে জনসংখ্যার লাগামছাড়া বৃদ্ধির মোকাবিলা করা মুস্কিল। প্রতিকূল প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব কায়েম করার জন্য শিল্পায়নের পথে অগ্রসর হতেই হয়। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিকাশ ও বিস্তারের সঙ্গে শিল্পায়নের সামঞ্জস্যমূলক সম্পর্ক অনস্বীকার্য। স্বভাবতই যে কোন দেশের সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিল্পায়নের বিশেষ গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। ভারতে শিল্পায়নের বিকাশ ও বিস্তার ব্যবসা-বাণিজ্যের বিকাশ ও বিস্তারকে উজ্জীবিত করেছে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি সাধন করেছে। তা ছাড়া ভারতে নগরায়ণেরও মূলে আছে শিল্পায়ন।

নগরায়ণ (Urbanization) ∬ নগরায়ণের ক্ষেত্রে আর্থনীতিক কারণসমূহের মধ্যে শিল্পায়নই হল প্রধান। নগরায়ণের পিছনে আর্থনীতিক ছাড়া অন্যান্য কারণও থাকে, তবে আর্থনীতিক কারণই এ ক্ষেত্রে মৌলিক। দুনিয়া জুড়ে বড় বড় শহরের সংখ্যা বাড়ছে এবং শহরগুলিও আকারে-প্রকারে বিকশিত হচ্ছে। ভারতের ক্ষেত্রেও এ কথা সমভাবে প্রযোজ্য। ভারতেও ছোট-বড় শহরের সংখ্যা বাড়ছে এবং স্বাভাবিকভাবে শহরের সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তার ঘটছে।

সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি ∬ শিল্পায়ন ও নগরায়ণের সামগ্রিক ফলশ্রুতি হিসাবে কতকগুলি বিষয় বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতীয়দের মধ্যে সামাজিক স্তরবিন্যাসের

Scanned with CamScanner

ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে। স্বাধীন ভারতে শিল্পবাণিজ্য ও কলকারখানার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে। বহুবিধ কাজকর্ম ও নতুন বৃত্তির সৃষ্টি হয়েছে। এ সবের সঙ্গে বর্ণ বা জাতিগত কোন সম্পর্ক বা বাধ্যবাধকতা নেই। সকলের সামনে আর্থিক সঙ্গতি বৃদ্ধির পথ সুগম। বর্তমানে সামাজিক মর্যাদা বা স্তরবিন্যাস স্থিরীকৃত হয় অনেকাংশে আর্থিক অবস্থা বা প্রতিপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে। এইভাবে সমাজে মর্যাদানুসারী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ আধুনিক ভারতে সামগ্রিক বিচারে সামাজিক সচলতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জাতিব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস ।। আর্থনীতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধনের ব্যাপারে জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ সাধন, কৃষিক্ষেত্রে বর্গাদারদের স্বার্থ সংরক্ষণ, জমিজমার মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা নির্ধারণ প্রভৃতি আইনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান ভারতে জাতিগত বা বর্ণগত বৃত্তির বিন্যাস কার্যত অচল হয়ে পড়েছে। জাতিভেদ প্রথার আর্থনীতিক ভিত্তি এখন হীনবল হয়ে পড়েছে। জাত-পাতের আচার-বিচার বর্তমানে বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

পারিবারিক সংগঠনে পরিবর্তন ।। আধুনিক ভারতে পরিবার ব্যবস্থার সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখন একক পরিবারের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সাবেকী একান্নবর্তী পরিবার ব্যবস্থা ক্রমশ ভেঙ্গে পড়েছে। দীর্ঘদিনের যৌথ পরিবারগুলির ভিত্তি দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়েছে। দম্পতি-কেন্দ্রিক একক পরিবার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রবল প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এবং এই প্রবণতা প্রধানত শহরাঞ্চলেই প্রকট।

মহিলাদের ভূমিকার পরিবর্তন ।। স্বাধীন ভারতে মহিলাদের স্বনির্ভর জীবনযাত্রার পথ প্রশস্ত হয়েছে এবং মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজব্যবস্থার কতকগুলি সহায়ক বিষয়ের কথা উল্লেখ করা দরকার। এই বিষয়গুলি হল জন্মনিয়ন্ত্রণ ও সন্তান প্রতিপালনের সহজলভ্য সুযোগ-সুবিধা, বিবাহ-বিচ্ছেদের আইনগত স্বীকৃতি, মহিলাদের চাকরি-বাকরি ও অর্থোপার্জনের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ প্রভৃতি। তা ছাড়া আগেকার দিনে উত্তরাধিকার, বিবাহ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মহিলাদের উপর বহুবিধ অক্ষমতা আরোপিত হত। স্বাধীন ভারতে আইনানুসারে সেই সমস্ত অক্ষমতার অবসান ঘটেছে।

বর্তমান ভারতে দেশব্যাপী পরিবহন ব্যবস্থার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। রাস্তাঘাট, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হয়েছে। গণ-সংযোগের মাধ্যমগুলিরও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। গ্রামাঞ্চলের জীবনধারার উপর শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের আচার-বিচার, আদব-কায়দা প্রভৃতি প্রভাব-প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি করে। তার ফলে গ্রামীণ লোকসমাজ ও এই সমাজের মানুষজনের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। এবং এ ক্ষেত্রে শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না।

তা ছাড়া নগরায়ণ ও শিল্পায়নের ফলে ভারতীয়রা বহুলাংশে বস্তুবাদী হয়েছে এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। অধিকন্তু নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে এবং বিবাহ-পূর্ব ও বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রযুক্তিগত উপাদান (Technological Factors) ।। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উপাদানসমূহের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বিরোধ-বিতর্কের ঊর্ধ্বে। বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি ও অটোমোবাইলের ব্যাপক প্রচলন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক উপায়-পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচীত করেছে। বিবাহ-ব্যবস্থা ও পরিবারের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন প্রকট। শিল্প ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অভাবনীয় উন্নতির ফলশ্রুতি হিসাবে শ্রমসংগঠন, শ্রমবিভাজন, বিশেষীকরণ, ব্যাপক উৎপাদন দেখা দিয়েছে। ইতিবাচক দিকটির কথা বাদ দিলে এর নেতিবাচক দিকও আছে। এর নেতিবাচক ফলশ্রুতি হল বেকারত্ব বৃদ্ধি, দুষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি, বস্তিবাসীদের সমস্যা সৃষ্টি। বস্তুবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, বিশেষীকরণ প্রভৃতি দেখা দিয়েছে এবং বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি নগরজীবনে মৌলিক পরিবর্তন কায়েম করেছে। এই সমস্ত পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সময় সম্পর্কে অতি-সচেতনতা, আমরা-বোধের অবক্ষয়, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব হ্রাস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যমূলক চেতনা বৃদ্ধি, পরিবার জীবনে মহিলাদের ভূমিকার পরিবর্তন, নৈতিক মূল্যবোধ হ্রাস প্রভৃতি।

সমাজের প্রচলিত ও মুখ্য মূল্যবোধের বিষয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ ও সম্প্রসারণের সঙ্গে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। বর্তমানে সভ্য মানুষের সমাজজীবন প্রযুক্তিবিদ্যা ও তার অবদানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে আবদ্ধ। আধুনিক সমাজের সর্বক্ষেত্রে প্রযুক্তিবিদ্যার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বস্তুত আদিম ও আধুনিক সমাজব্যবস্থার সীমারেখা হিসাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার কথা বলা হয়। মানবসমাজে প্রযুক্তিবিদ্যার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয় সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য, প্রয়োজনের তাগিদ, অভিনবত্বের প্রতি ঔৎসুক্য, আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার প্রসার প্রভৃতি।

ভারতে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার ব্যাপক প্রসার ও প্রয়োগ ঘটেছে। তার ফলে মানুষের মানসিক পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেছে। সাবেকী মূল্যবোধ ও মনোভাবের আমূল পরিবর্তনের প্রবণতা

Scanned with CamScanner

স্পষ্ট। ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শনের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সূচীত হয়েছে। বর্তমানে ব্যবহারিক উপযোগিতার বিচারে মানুষ সব কিছু বিচার-বিবেচনা করে। মানুষ এখন অনেক বেশী বাস্তববাদী হয়েছে। অদৃষ্টবাদ, জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ প্রভৃতির প্রভাব ভারতীয়রা বহুলাংশে কাটিয়ে উঠেছে। ভারতের কৃষিজীবীরাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার আধুনিক কলাকৌশলকে সাদরে গ্রহণ করছে এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে।

সাংস্কৃতিক উপাদান (Cultural Factors) ∬ সামাজিক পরিবর্তনের গতি ও গভীরতা নির্ধারণের ক্ষেত্রে মানবসমাজের সাংস্কৃতিক দিকের পর্যালোচনা প্রয়োজন। মানবসমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল সংস্কৃতি। সংস্কৃতি হল মানুষের আত্মিক সৃষ্টি। মানব-সমাজের এক সামগ্রিক পরিচয়ের তাৎপর্যপূর্ণ বাহক হল এই সংস্কৃতি। সংস্কৃতির অপার্থিব দিক হিসাবে সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের সমাজ-চেতনা, ন্যায়-নীতিবোধ, ধর্মবিশ্বাস প্রভৃতির কথা বলা হয়। সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সমাজব্যবস্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে সংস্কৃতি বহুবিধ পরিবর্তন সাধন করে এবং এইভাবে সংস্কৃতির মাধ্যমে মানবসমাজের গতিশীলতা অব্যাহত থাকে। বস্তুত কালের বিবর্তনের ধারায় সংস্কৃতির পরিবর্তন সাধিত হয়। ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের মধ্যে কতকগুলি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

ধর্মনিরপেক্ষতাকরণ (Secularization) ∬ সনাতন ভারতের সমাজ-সভ্যতা ছিল সামগ্রিক বিচারে ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রভাব ও প্রাধান্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্যীকরণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়া অনস্বীকার্য। ধর্মনিরপেক্ষতাকরণের প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসাবে ভারতীয়দের জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার প্রভাব ক্রমশ শিথিল হয়ে পড়েছে। মানুষের আচার-আচরণ এখন অনেকাংশে উপযোগিতাবাদ ও ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ের অনুসারী হয়ে পড়েছে। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অন্যতম আদর্শ হিসাবে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হয়েছে। তার ফলে ভারতের আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বহুলাংশে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের অনুগামী হয়েছে।

পাশ্চাত্ত্যীকরণ (Westernization) ∬ শ্রীনিবাসের মতানুসারে পাশ্চাত্ত্যীকরণ হল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় সভ্যতা-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন যা স্বাধীন ভারতে এখনও অব্যাহত আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও গতিময় হয়েছে। বস্তুতপক্ষে সুদীর্ঘকালের ব্রিটিশ শাসন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করেছে। এই পরিবর্তন ব্যাপক, স্থায়ী ও কার্যকরী। পাশ্চাত্ত্যীকরণের পিছনে যুক্তি থাকে, থাকে আধুনিকতার আকর্ষণ, উপযোগিতাবোধ, বীরপূজা প্রভৃতি। আবার স্ব স্ব নানা কারণে অনুকরণের আকাঙ্ক্ষাও পাশ্চাত্ত্যীকরণের পিছনে কাজ করে।

পশ্চিমীকরণের কারণে জাতিভিত্তিক মূল্যবোধ ও সামাজিক অধিকারের পরিবর্তে মানবিক অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধের দাবি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ভারতবাসী বহুলাংশে যুক্তিবাদী হয়েছে। ভারতীয়দের মধ্যে উদারনীতিক, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিবাদী আদর্শ ও মূল্যবোধে, চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস বিকশিত হয়েছে। দেশে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমী আদর্শের ভিত্তিতে আইনের সংহিতা প্রণীত হয়েছে। বিধিবদ্ধ আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষেত্রে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বংশ প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসৃত হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক ও বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বিকশিত হয়েছে। তা ছাড়া পারিবারিক সংগঠন, বিবাহ ব্যবস্থা, স্ত্রী-শিক্ষা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, সামাজিক সচলতা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্ত্যীকরণের ইতিবাচক প্রভাব অনস্বীকার্য। উপযোগিতাবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও বাস্তববাদিতা ভারতীয়দের মধ্যে বিশেষভাবে বিকশিত হয়েছে।

সংস্কৃতায়ণ (Sanskritization) ∬ শ্রীনিবাস সাধারণভাবে সামাজিক গতিশীলতার এবং বিশেষত নিম্নবর্ণের মানুষের মধ্যকার সামাজিক গতিশীলতা ব্যাখ্যার ব্যাপারে সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়াটির উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি অন্তঃবর্ণ গতিশীলতার প্রক্রিয়া হিসাবে সংস্কৃতায়ণকে চিহ্নিত করেছেন। সংস্কৃতায়ণ বলতে যে প্রক্রিয়া বা প্রবণতাকে বোঝায় তার সৃষ্টি হয় সামাজিক স্তরবিন্যাসের ভিত্তিতে। এ ধরনের সামাজিক সচলতার সৃষ্টি হয় সমকালীন মূল্যবোধের প্রেরণা ও সামাজিক মর্যাদার আকর্ষণে। অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতানুসারে সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নীচু জাতের হিন্দু বা আদিবাসী বা অন্যান্য জনগোষ্ঠী নিজেদের বিভিন্ন প্রথা, রীতিনীতি, আদর্শবোধ ও জীবনযাত্রার প্রণালী পরিবর্তন করে এবং উঁচু জাতির সমান হওয়ার উদ্দেশ্যে উদ্যোগী হয়। উচ্চবর্ণের জাতির জীবনযাত্রার প্রণালী অনুকরণ করার ব্যাপারে নিম্নবর্ণের জাতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতা ও প্রচেষ্টার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সূচীত হয় এক সামাজিক পরিবর্তন। অধ্যাপক শ্রীনিবাস তাকেই সংস্কৃতায়ণ নামে চিহ্নিত করেছেন। কোন নিম্নবর্ণের জাতিও আঞ্চলিক বিচারে প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী হলে সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী নীচু জাতির আচার-বিচার ও জীবনযাত্রার প্রণালী স্থানীয় উচ্চবর্ণের জাতিসমূহ অনুসরণ করে। অনেক ক্ষেত্রে আর্থনীতিক ক্ষমতার বলে বিত্তবান কোন জাতি বা গোষ্ঠী সামাজিক মর্যাদার উপর তলায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্বাভাবিকভাবে সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারী হয়। সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সংস্কৃতায়ণ হল একটি অত্যন্ত শক্তিশালী উপাদান।

Scanned with CamScanner

গণতন্ত্রীকরণ (Democratization) ∫∫ স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে এ দেশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সভ্য সমাজের চিন্তা-চেতনা ও বিবেক-বিবেচনার সঙ্গে সাম্য, স্বাধীনতা ও সৌভ্রাতৃত্বের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিশেষভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। স্বভাবতই গণতান্ত্রিক সরকার হল বর্তমান দুনিয়ার সর্বাধিক জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। স্বাধীন ভারতে এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ভারতে সামাজিক স্তরবিন্যাস বা সামাজিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ বা মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি। তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার বিকাশ ও বিস্তার ঘটেছে। ভারতে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা স্পষ্টত প্রতিপন্ন হয়। তার ফলে জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ ও আঞ্চলিকতাজনিত বৈষম্যমূলক শক্তিসমূহ হীনবল হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্থী ও রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণা অনেকাংশে অর্থহীন প্রতিপন্ন হচ্ছে। আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ও আইনের সমান সংরক্ষণ সংবিধানে স্বীকার করা হয়েছে। বৃত্তি ও উপজীবিকার ক্ষেত্রে এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়েছে। নারী জাতি ও অনগ্রসর জনসম্প্রদায়সমূহের জন্য সহায়ক বিশেষ সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংবিধানে অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয় এবং অস্পৃশ্যতার যে কোন ধরনের আচরণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। গণতন্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত সক্রিয় শক্তি।

রাজনীতিকরণ (Politicization) ∫∫ ভারতের সংবিধানে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। বর্তমানে আঠার বছর বয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন ভারতের যে-কোন মানুষ নির্বাচন করার অধিকারযুক্ত। তাছাড়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য পঞ্চায়েতরাজ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা দেশের সর্বত্র ও সকলের মধ্যে রাজনীতিক বিষয়াদিতে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে রাজনীতি দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও পৌঁছে গেছে। ভারতের গ্রামগুলিতেও রাজনীতিক কাজকর্ম বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে গণমাধ্যমসমূহের বিকাশ ও বিস্তারও এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। রেডিও-র অনুষ্ঠান ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। সংবাদপত্র এবং দূরদর্শনের প্রভাবের আওতায়ও এসেছে দেশের একটি উল্লেখযোগ্য মানবগোষ্ঠী। তার ফলে মানুষের রাজনীতিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয়, রাজ্য ও স্থানীয় এই তিন স্তরের নির্বাচনের প্রাক্কালে বিভিন্ন রাজনীতিক দল এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা যে যার রাজনীতিক বক্তব্য নিয়ে মানুষের কাছে যায়। তার ফলে দেশের মানুষ প্রচলিত শাসনব্যবস্থা, বিদ্যমান সরকার এবং সমকালীন অন্যান্য রাজনীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বিভিন্ন বক্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। বর্তমানে শহরাঞ্চলের মত গ্রামাঞ্চলেও সামাজিক পরিবর্তন সম্পর্কিত বিষয়াদি বহুলাংশে দেশের রাজনীতির দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বস্তুত দেশের মানুষের এই রাজনীতিকরণ নানা কারণে এবং নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

Scanned with CamScanner